সংবাদ

তারিখ : 14 DEC 2017
পৃষ্ঠা : ১ কলাম : ৫

কোচিং বাণিজ্য : প্রশ্ন ফাঁস : দুর্নীতি মোকাবিলায়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়-দুদক একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

কোচিং বাণিজ্য, প্রশ্ন ফাঁস ও শিক্ষক নিয়োগ বাণিজ্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির নানা তথ্য-উপাত্ত সংক্রান্ত বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা সুপারিশ সংবলিত তদন্ত প্রতিবেদন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জমা দেয়া হয়েছে। এ সময় শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, অসততার বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং দুদক একসঙ্গে লড়াই করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়। গতকাল সকাল ১০টায় দুদক কমিশনার ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে গঠিত 'শিক্ষা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক টিম'র অনুসন্ধানী প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দেন।

প্রতিবেদন জমা দেয়ার সময় দুদক টিম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এসময় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন দফতর-সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে আমাদের কাছে বহু পরামর্শ আসছে। এর মধ্যে পরীক্ষার আধা ঘণ্টা আগে শিক্ষার্থীরা হলে প্রবেশ করার পর প্রশ্নপত্র পাঠানোর বিষয়টিও আলোচনা হচ্ছে। তবে শিক্ষকই যখন প্রশ্ন ফাঁসকারী, তখন আধা ঘণ্টা আগে প্রশ্ন পাঠিয়ে কী লাভ?'

বিজি প্রেস থেকে প্রশ্ন ফাঁস রোধের বিভিন্ন উদ্যোগ সরকার নিয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'এই অবস্থায় শিক্ষকের হাতে প্রশ্ন তুলে দিয়ে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যাওয়া উচিত। কিন্তু শিক্ষা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

শিক্ষা : মন্ত্রণালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সেটা হচ্ছে না, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। কিছু শিক্ষক প্রশ্ন ফাঁস করে দিচ্ছেন।'

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, 'কোচিং সেন্টারগুলো শিক্ষকদের লোভ দেখায়, যে কোনভাবে প্রশ্ন ফাঁস করে তাদের শিক্ষার্থীদের ভালো ফল করাতে পাড়লে কোচিং ব্যবসা ভালো হবে। টাকা আয়ের পরিমাণটাও বাড়বে। এসব লোভের কারণে শিক্ষকরাই কোচিংয়ের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে। কিছু শিক্ষক ক্লাসে না পড়িয়ে বাড়িতে বা কোচিংয়ে পড়ান। যত নামি শিক্ষক, ক্লাসে তত কম পড়ান; কারণ ক্লাসে ভালো পড়ালে তার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে।'

দুদক সূত্র জানায়, গতকাল শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে দুদক টিম শিক্ষাক্ষেত্রে কোথায় কীভাবে দুর্নীতি হয় সেসব নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন। এসময় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) ডিজির কাছে প্রশ্ন করা হয় কেন ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরের পর বছর একই শিক্ষক একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকেন। জবাবে মাউশির ডিজি (মহাপরিচালক) বলেন, ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বদলির বিয়টি তাদের এখতিয়ারে নেই। এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেখেন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান নিজের দফতরের নানা দুর্নীতির বিষয় অস্বীকার করে বলেন, সেখানে কোন ধরনের দুর্নীতি হয় না। তবে সভায় দুদকের প্রতিবেদন সঠিক বলে অনেক কর্মকর্তাই সম্মতি প্রকাশ করেন।

সভায় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'দুর্নীতি দমন কমিশনের এই প্রতিবেদন সময়োপযোগী, আমরা খুশি কারণ এর অধিকাংশ সুপারিশই আমাদের নজরে রয়েছে। এই সমস্যাগুলো আমরা দুদককে সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে দূর করব। আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নতুন প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা; যারা সততা, নিষ্ঠা, ন্যায় এবং দেশপ্রেমে উজ্জীবিত থাকবে। আমাদের সমাজে রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনৈতিকতা রয়েছে, পিতা যখন সন্তানের প্রশ্ন ফাঁসের জন্য উদ্যোগী হন তা আমাদের অবশ্যই বিচলিত করে।'

শিক্ষার মান নিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষিত জাতি গঠন করতে হলে প্রথমত সব শিশুকে বিদ্যালয়ে আনাটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। আমরা সেই চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করেছি। এখন দেশের প্রায় ৯৯.৪৭ ভাগ শিশু বিদ্যালয়ে নাম লেখাচ্ছে। তাছাড়া প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, কোচিং বাণিজ্য বন্ধ, এমপিওভুক্ত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগসহ শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সভায় দুদকের কমিশনার ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ড. নাসিরউদ্দীন বলেন, 'দুদক দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুসারে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে কাজ করছে।'

তিনি বলেন, 'দুর্নীতি উৎস চিহ্নিত করে তা মহামান্য রাষ্ট্রপতি কিংবা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো কমিশনের আইনি ম্যান্ডেট। দুর্নীতিমুক্ত ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতের জন্যই কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে 'শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানিক টিম' গঠন করে। এই টিমের সদস্যরা নিরলস অনুসন্ধান করে এই প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে। এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে প্রশ্নপত্র ফাঁস, নোট/গাইড, কোচিং বাণিজ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ, এমপিওভুক্তি, নিয়োগ ও বদলিসহ বিভিন্ন প্রকারে দুর্নীতির উৎস এবং তা বন্ধের জন্য ৩৯টি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়েছে। এই সুপারিশসমূহ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব বিদগ্ধ ব্যক্তি রয়েছেন তাদের সবার মতামত নিয়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করলে অবশ্যই দুর্নীতিমুক্ত ও মানসম্মত নিশ্চিত করা পথ সুগম হতে পারে।

দুদক জানায়, সভায় দুদক কমিশনের মহাপরিচালক মো. আসাদুজ্জামান পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টটি উপস্থাপন করেন। এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালক মীর মো. জয়নুল আবেদীন শিবলী, সৈয়দ ইকবাল হোসেন, উপপরিচালক প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।